পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র, ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ ইং : ২১শে রবিউস সানি, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে মার্চ ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নামাযের শর্তাবলী ও আদব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
০ অমৃতবাণী : 'নম্র, ধৈর্যশীল এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও'—	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা (৫)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
০ বাইবেল এবং কোরআনের আলোকে যীশু	মাজহারুল হক	২২
০ ঢাকার জলবা (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৪
০ সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫

লাজেমী চাঁদা আকারের আসমানী ডাক

"এখন আর একটি মাত্র সাল শেষ হইতে চলিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জামাত এদিকেও মনোযোগী হইবে। প্রত্যেক জামাত নিজ নিজ বাজেট হইতে অধিক কুরবানী পেশ করিবে।" —হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সকল গ্রাহক, গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষক ভ্রাতা ও ভগ্নির অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' ৩১শ বর্ষ শেষ হওয়ার মাত্র এক মাস বাকী আছে। সকলের খেদমতে বিশেষ অনুরোধ যে প্রত্যেকেই 'আহ্‌মদী'-এর চাঁদা দেওয়ার জন্য তৎপর হউন। সত্বর চাঁদা পাঠাইয়া পত্রিকাটিকে স্বনির্ভর করিয়া তোলার কাজে সহযোগিতা করুন। বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ইহা একমাত্র মুখপত্র। ইহার সুষ্ঠু ও নিয়মিত প্রকাশনায় আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আহ্‌মদী-এর মাধ্যমে কুরআন করীমের তফসীর, পবিত্র হাদিস, হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কালবিজয়ী অমৃতবাণী, আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত যুগ-খলিফার সময়োপযোগী জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক খোৎবা ও নির্দেশাবলী, স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী জামাতী খবর এবং বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদী নিয়মিত প্রকাশের দ্বারা জামাতের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং স্বক্রিয়ভাবে পত্রিকাটির আর্থিক সাহায্য করা প্রত্যেক আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নির পবিত্র দায়িত্ব। এই মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহ্‌মদী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৫ই চৈত্র, ১৩৮৪ বাং : ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ ইং : ৩১শে আমান, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপরে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মানবজাতি সম্পর্কে ইসলাম যে শিক্ষা দিয়াছে, তাহার অন্তর্ভুক্ত। কোন ধর্ম ইহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে না। এখন ইহা বলিতে চাহি যে, ইসলাম কেবল মানবজাতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয় নাই, বরং উহা জীব জন্তুরও খেয়াল রাখিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিও সদয় ব্যবহারের শিক্ষা দিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, وفي اموالهم حق للسائل والمحروم (সুরা যারিয়াত-১ম রুকু)। অর্থাৎ "তোমাদের সম্পদে, যাহারা চাহে এবং যাহারা চাহেনা উভয়েরই হক রহিয়াছে।" উক্ত আয়াতে মহরুম বলিতে, মানুষের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ বা লজ্জা বশতঃ চাহিতে পারে না, তাহাদিগকে বুঝায়, কিন্তু ইহাতে বেশীর ভাগ জীব-জন্তুর প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে, যাহারা কথা বলিতে পারে না, নির্বাক। যথা গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী, ইত্যাদি। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কোন কোন জাতি কোন জীব-জন্তুকে খুব আদর করে। যেমন ইংরাজ জাতি বড়ই কুকুর প্রিয়। তাহাদিগের নিকট দশ এশিয়াবাসীর সমান কুকুরের মর্যাদা। কিন্তু তাহারা এ জন্য কুকুরকে আদর করে না যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে এ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বরং ইহা তাহাদের একটি বাতিক। ইহার মোকাবেলায় ইসলাম জীবজন্তুগণ সম্বন্ধে এক স্থায়ী শিক্ষা দিয়াছে। মুসলমানগণ আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালনার্থে

নিশি নারিন্দা চৌধুরী

তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করে। ইহার জন্য তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভ করিবে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার আহার ও পানি বন্ধ করিয়া দিল এবং জন্তুটি ক্ষুধা ও পিপাসার তাড়নায় মারা গেল। আল্লাহ্‌তায়ালা স্ত্রীলোকটিকে তাহার এই অপরাধের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। (বুখারী)

হাদীসে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি পথ দিয়া চলিয়া যাইতে একটি কুয়ার পার্শ্বে একটি কুকুরকে পিপাসাতুর পাইল। পানি তুলিবার জন্য সেখানে কিছু ছিল না। সে মনস্থ করিল, যেভাবেই হউক কুকুরের পিপাসা নিবারণ করিতে হইবে। তদনুযায়ী সে কুয়ার মধ্যে নামিয়া তাহার জুতা ভরিয়া পানি আনিয়া কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার এই কার্যে এমন সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। (বুখারী)

এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর সহিত সফর করিতেছিলাম। তিনি কোন কাজে এদিক ওদিকে গিয়াছিলেন। এমন সময়ে আমরা একটি কবুতরকে দুইটি বাচ্চা সহ দেখিলাম। আমরা বাচ্চা দুইটিকে ধরিয়া ফেলিলাম। ইহাতে কবুতর মাতা বাচ্চার বিরহে চক্কর দিয়া যমীনে নামিতে ও উপরে উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আসিয়া এই অবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই কবুতরটির বাচ্চা ধরিয়া তাহাকে বেদনা দিয়াছে। অবিলম্বে বাচ্চা দুইটিকে ছাড়িয়া দাও।" (আবু দাউদ)

আবু দাউদের আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) দেখিলেন, কতকগুলি লোক একটি গাধার মুখকে লক্ষ্যস্থল করিয়া পাথর ছুড়িতেছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি করিতেছ? তোমরা কি জান না যে, মুখকে লক্ষ্যস্থল করা বা মুখে মারা আমি নিষিদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং এরূপ করিও না।

মোট কথা ইসলাম কেবল মানব জাতির হক নির্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং জীব-জন্তুগণের হক সমূহেরও সংরক্ষণ করিয়াছে।

হিকমত : আলোচ্য ইব্রাহীমী দোওয়ার উত্তরে তিন নম্বরে যে কথাটি বলা হইয়াছে, উহা হইল এই যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হিকমত শিক্ষা দেন। হিকমত শব্দের অর্থ হইল দর্শন অর্থাৎ কোন বিষয়ের পটভূমি। যেমন ইতিহাস এক বিষয় এবং ইতিহাসের পটভূমি পৃথক বিষয়। তদনুরূপ হুকুম বা আদেশ এক বস্তু এবং আদেশের হিকমত বা পটভূমি পৃথক বস্তু। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নামায কি? ইহা এক বিশেষ প্রকারের এবাদত, যাহা

বিশেষ প্রণালীতে আদায় করিতে হয়। যথা ওজু করিতে হয়, নামাযের সংকল্প লইয়া দাঁড়াইতে হয়, কতকগুলি সুরা কালাম পড়িতে হয়, দেহের কতকগুলি অভিব্যক্তি করিতে হয় এবং সালাম ফিরিয়া শেষ করিতে হয়। ইহা হইল পূর্ণাঙ্গ দোওয়া। কিন্তু ইহার হিকমত বা দর্শন হইল পৃথক। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, নামায কি? তাহা হইলে তাহাকে নামাযের পদ্ধতি বলা হইবে। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, নামায কেন পড়িতে হইবে? তাহা হইলে, তাহাকে নামায পড়ার নিয়ম বলিলে চলিবে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, নামায পড়ার ব্যবস্থা কেন করা হইয়াছে, ইহাতে কি উপকার হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য কি। সুতরাং কোন বিষয়ের হিকমত বলিতে উহার কারণ, উপকার ও উদ্দেশ্যকে বুঝাইবে। ইসলামী কেতাব সমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআন প্রথম ও শেষ কেতাব, যাহা এই নীতি পেষ করিয়াছে যে, প্রত্যেক কাজ হিকমতের ভিত্তিতে হওয়া চাই। এ নিয়ম কেবল মানুষের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই, বরং আল্লাহ্তায়ালা নিজের জন্যও বলিয়াছেন যে, তিনি অকারণে কোন কাজ করেন না। কুরআন করীমে তিনি বলিয়াছেন : مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا (সুরা নুহ : ১ম রুকু)। —"তোমরা নিজেদের জন্য একথা বলা বরদাস্ত কর না যে, বিনা উদ্দেশ্যে তোমরা কোন কাজ করিতেছ, অথচ তোমাদের এ কথা বলিতে লজ্জা হয় না যে, খোদা তায়ালা বিনা কারণে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালার এক নাম হাকীম। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁহার আদেশের হিকমত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কোন আদেশ দিতে গিয়া এ কথা বলেন নাই যে, 'আমি খোদা, সেইজন্য এই আদেশ দিলাম।' আদেশের সহিত তিনি আদেশের হিকমতও বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ মানুষ প্রত্যেক কাজের যৌক্তিকতা জানিতে চাহে। যদি খোদাতায়ালা কোন কাজের আদেশ দিয়া উহার কারণ না জানাইতেন, তাহা হইলে মানুষের ঈমান অত্যন্ত কমজোর হইয়া যাইত এবং সে বলিত 'আল্লাহ্তায়ালা যে আদেশ দিয়াছেন উহার কারণ বুঝিলাম না।' এই জন্যই আল্লাহ্তায়ালা, নিজের এক নাম হাকীম রাখিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে বিনা হিকমতে তিনি কোন কাজ করেন না। তাঁহার প্রত্যেক কাজের পশ্চাতে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। মানুষ যখন কোন লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ করার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্তায়ালা সম্বন্ধে কি এ ধারণা শোভা পায় যে, তিনি লক্ষ্যহীন কাজ করিয়া যাইতেছেন। একদল লোক বলে যে, তিনি এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, তিনি কেন, কোন উদ্দেশ্যে পুত্র গ্রহণ করিবেন। মানুষের মনে পুত্র লাভের আকাংক্ষা এই জন্য হয় যে, সে মরিয়া গেলে পর তাহার স্মৃতি রক্ষার জন্য যেন দুনিয়াতে কেহ থাকে। নউযু

বিল্লাহ খোদাতায়ালারও কি মৃত্যুর আশঙ্কা আছে যে, তিনি তাঁহার স্মৃতিকে বজায় রাখার জন্য পুত্রের কামনা করেন। নউযুবিল্লাহ খোদাতায়ালা কি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বা কার্য পরিচালনায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা দুশমন বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তিনি পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনারা কোন কাজ করিবার পূর্বে উহা কেন করিবেন, তাঁহার হিকমত তালাশ করেন, অথচ খোদাতায়ালার সম্বন্ধে এ ধারণা কিভাবে মনে স্থান দেন যে, তিনি কোন কাজ উদ্দেশ্যবিহীন করিয়া যাইতেছেন?' ইহা কি যুক্তির কথা?

এখন আমি কতকগুলি মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দিব, যদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, কুরআন করীমের প্রত্যেকটি আদেশ হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন করীম মানুষকে বিভিন্ন প্রকার মন্দ কাজ হইতে নিরস্ত করিয়াছে। কুরআন করীম এবং হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, পাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? কুরআন করীম বলিয়াছে যে, পাপের কতকগুলি দরজা আছে। সেই দরজাগুলিকে বন্ধ করিলে তোমরা পাপের উপর প্রবল হইবে এবং উহাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইবে। মসীহ নাসেরী বলিয়াছেন, "কোন স্ত্রী-লোকের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাইও না।" কোন সুন্দরী যুবতীর প্রতি নযর করিলেই কুভাবের উদ্ভব হয়। দেখার পূর্বে কখনও কুভাবের উদয় হয় না। সুতরাং অপরার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাইও না বলার অর্থ কি? এইরূপ আদেশ অর্থশূন্য। কিন্তু কুরআন করীম আদেশ দেয়, তোমরা অপরার প্রতি তাকাইবে না, সে সুদৃষ্টি দিয়াই হউক বা কুদৃষ্টি দিয়াই হউক। কে জানে তাহার চেহারা তোমাকে আকর্ষণ করিবে কি না? যদি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে তোমার মনে অবৈধ কামনার সৃষ্টি হইবে। অতএব তুমি এই দরজাই বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার মন সর্ব প্রকার কলুষ হইতে মুক্ত থাকিবে। অনুরূপভাবে ইসলাম কেবল ইহাই বলে না যে, ব্যাভিচার করিও না, বরং তৎসঙ্গে ইহাও বলে যে পর নর-নারী একত্রে অবস্থান করিবে না। অপরাপর ধর্ম বলে পর নর-নারী মিলামেশা করিতে পারে, কিন্তু ব্যাভিচার করিও না। অথচ ব্যাভিচারের উপকরণ ও সুযোগ যোগাইলে, ব্যভিচার হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই মুস্কিল। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য ধর্ম বলে যে, তোমরা অবৈধ পথে অর্থ-ব্যয় করিও না। কিন্তু অর্থ পুঞ্জীভূত হইলে, খরচ কে ঠেকাইবে? ইসলাম বলে তোমরা অর্থ জমাইবে না। সুতরাং অর্থ না জমিলে, অবৈধভাবে উহা খরচও হইবে না। অবশ্য ইসলাম স্ত্রীলোকগণকে বেশ-বিন্যাসের জন্য অল্প স্বল্প অলঙ্কার রাখিতে অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু আপাদ-

মস্তক অলঙ্কারে সজ্জিত থাকা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। পুনঃ ইসলাম খানাপিনা সম্বন্ধে সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লহ্তায়ালা বলিয়াছেন, كلوا و اشربوا و لا تسرفوا (আরাফ-২য় রুকু)। অর্থাৎ খানা-পিনা সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। মোট কথা যে সকল পথ দিয়া টাকা পয়সা খরচ হয়, ইসলাম সে দিকে বাঁধ দিয়া দিয়াছে। খানাপিনা এবং গহনা-পত্রে ও সাজ-সজ্জায় বেশী টাকা খরচ হয়। ইসলাম সেদিকে বিধি নিষেধ খাড়া করিয়া দিয়াছে। ইসলাম মেয়েদিগকে সুস্পষ্টভাবে বেশী সজ্জা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। নাচগান ও মদ্য পান নিষিদ্ধ করিয়াছে। মোট কথা ইন্দ্রিয় সমূহের পরিতৃপ্তির যতগুলি ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য হয় ইসলাম সে সকলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ইসলাম মানুষকে কেবল পাপ হইতে বিরত থাকিতে বলে নাই বরং পাপ সমূহের পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এইভাবে ইহা দর্শন বিজ্ঞানকে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছে।

অনুরূপভাবে ইসলাম এবাদতের দর্শন পেশ করিয়াছে। ইসলাম বলে নামায কোন ট্যাক্স নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লহ্তায়ালা বলিয়াছেন :

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر (সুরা আনকবুত ৫ম রুকু)

অর্থাৎ "নামায এই জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, উহা মানুষকে মন্দ কাজ হইতে রক্ষা করে।" অর্থাৎ ইসলাম ইহা বলে যে, নামাযের ব্যবস্থা এজন্য করা হয় নাই যে, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে দশ পনর মিনিটের জন্য উঠা বসা করিবে বরং এই জন্য যে, ইহা তোমাদের সংশোধনের ব্যবস্থা এবং ইহা মন্দ কাজকে বিনষ্ট করে। নামায কিভাবে মন্দ কাজকে বিনষ্ট করে, তাহার বিবরণ লম্বা এবং এখানে উহার উল্লেখ সম্ভব নহে। এখানে কেবল এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কুরআন করীম নামাযের হিকমত এবং উহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছে।

রোযার সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, لعلكم تتقون (সুরা বকর-২২ রুকু) তোমরা এই জন্য রোযা রাখ, যেন ইহার দ্বারা তকওয়া সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের মধ্যে তকওয়ার সৃষ্টি হইলে তোমরা সর্বপ্রকার কুকর্ম হইতে রক্ষা পাইবে। রোযা অবস্থায় মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ক্ষুধার্ত থাকিতে হয়। এতদ্বারা সে অনুভব করিতে পারে যে, রাত্রে দুই বার খানা খাওয়া সত্বেও যখন তাহার কষ্ট হয়, তখন যে ব্যক্তিকে বেলার পর বেলা উপবাস করিতে হয়, তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। জাতির উন্নতির জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং ইসলাম মানুষকে কেবল এবাদতের আদেশ দেয় নাই, বরং উহার হিকমতও বর্ণনা করিয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সব এবাদত মানবের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার হুকুমত মানাইবার জন্য এবাদতের ব্যবস্থা

দেওয়া হয় নাই। কুরআন করীমের এক বিশেষ সৌন্দর্য এই যে, উহা সর্বপ্রকার আদেশ প্রদানে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছে, যাহাতে আদেশ পালন সুসহ হয় এবং মনের উপর কোনরূপ অস্বাভাবিক ভার বোধ না হয়। উহা পানাহারে যেমন মিতাচারিতা শিক্ষা দেয়, নামায ও রোযা সম্বন্ধেও তেমনি বাড়াবাড়ি নিষেধ করিয়াছে। অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারেও মিতব্যয়িতার আদেশ দিয়াছে। ইসলাম একদিকে যেমন সম্পদ পুঞ্জীভূত করিতে নিষেধ করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি ইহা এরূপভাবে চলিতেও নিষেধ করিয়াছে, যাহার ফলে কেহ রিক্ত-হস্ত হইয়া যায় এবং দুরবস্থায় পড়িয়া হা হুতাশ করে যেখানে নফল রোযা রাখার ব্যবস্থা আছে, সেখানে দৈনিক নফল রোযা রাখা নিষিদ্ধ। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—হযরত আব্বাস বিন আমর বলিয়াছেন, "কেহ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ দিল, যে আব্দুল্লাহ বিন আমর বলিতেছেন যে, আমি দৈনিক রোযা রাখিব এবং প্রত্যেক রাত্রি এবাদতের জন্য জাগিব। আঁ-হযরত (সাঃ) আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ইহার তসদীক করিলাম। তিনি (সাঃ) বলিলেন, তোমার মধ্যে ইহার ক্ষমতা নাই। মাঝে মাঝে রোযা রাখিও, মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিও এবং কখনও ঘুমাইবে এবং কখনও এবাদত করিবে। প্রতি মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিলে যথেষ্ট। কারণ এক নেকীর জন্য দশটি প্রতিদান আছে। অতএব প্রতি মাসে তিন রোযা রাখিলে ত্রিশ রোযা পুরা হইয়া যাইবে। ফলে তুমি যেন সারা জীবন রোযা রাখিলে এবং এইভাবে তুমি সারা জীবন রোযা রাখার সওয়াব পাইবে। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসুল, আমি ইহা অপেক্ষা বেশী শক্তি রাখি তখন তিনি (সাঃ) বলিলেন, তুমি একদিন রোযা রাখ এবং দুইদিন ছাড়িয়া দাও। হযরত দাউদ (আঃ) এইভাবে রোযা রাখিতেন। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষাও বেশী ক্ষমতা রাখি। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, ইহার চেয়ে বেশী রোযা রাখা ভাল কাজ নহে অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি বলিতেন, 'হায়। যদি আমি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতাম, তাহা হইলে কত ভাল হইত। এখন দেখিতেছি একদিন অন্তর রোযা রাখা আমার জন্য বড়ই কষ্টকর হইয়াছে।" অনুরূপভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "ঈদের দিনের রোযা মানুষকে শয়তান বানাইয়া দেয়।" (বুখারী)।

আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য যখন মাথার উপর আসিয়াছে, বা উদিত হইতেছে অথবা অস্ত যাইতেছে, তখন নামায পড়িও না। (মুসনাদ ইমাম হাম্বল)। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে হিকমত ইহাই যে, এমন কিছু সময় থাকা চাই, যখন মানুষের মস্তিষ্ক অবসর

পায়। নচেৎ উহা বেকার হইয়া পড়িবে। একদিন আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার স্ত্রী যয়নাব (রাঃ)-এর গৃহে যাইয়া দেখেন যে, একটি রশি ঘরের মধ্য ছাদ হইতে ঝুলিতেছে। তিনি সাঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ রশী কিসের ? কেহ তাহাকে জানাইলেন যে হযরত যয়নব (রাঃ যখন নামায পড়িতে ক্লান্ত হইয়া যান, তখন ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি অবিলম্বে ঐ রশী অপসারিত করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে ইহা কোন নামায নহে। নামায পড়িতে পড়িতে মানুষ ক্লান্তি বোধ করিলে, আরাম করিবে।" (বুখারী)।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হজ্ব মানত করিয়াছিল এবং তাহার সহিত আরও কতকগুলি শর্তে ওয়াদা করিয়াছিল। আঁ-হযরত (সাঃ) দেখিলেন, ঐ ব্যক্তি তাহার পুত্রের উপর ভর করিয়া চলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি হইয়াছে ? লোকে বলিল, সে হজ্ব মানত করিয়াছে। তাহার পুত্র তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, যাহাতে তাহার মানত পুরা হইয়া যায় তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ইহা একেবারে বাজে কাজ। আল্লাহ্তায়ালা এই প্রকার এবাদতের প্রয়োজন হইতে মুক্ত " (বুখারী)

অনুরূপভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যমানায়, যখন গনিমতের মাল আসিল, তখন আল্লাহ্তায়ালা আদেশ দিলেন যে ইহার একাংশ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করা হউক। প্রশ্ন হইতে পারিত ধনীগণ যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তখন তাহাদিগকেও কেন গনিমতের মালে অংশ দেওয়া যাইবে না, তাই আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, كى لا يكون دولة بين الاغنياء (সুরা হাশর : ১ রুকু)—আমি গনিমতের মালের একাংশ গরীবদের জন্য এই কারণে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, পূর্ব হইতেই ধনীদের নিকট ধন আছে। গনিমতের মালে যদি তাহাদের অংশ বরাবর করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের হস্তে টাকা জমিয়া যাইবে সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদকে অংশ দিবার পর, পৃথকভাবেও এক অংশ গরীবদের জন্য রাখা হইয়াছে, যাহাতে সাম্য রক্ষা হয়। পুনঃ আল্লাহ্তায়ালা কুরআন কারীমে বলিয়াছেন :

سخر لكم ما فى السموت وما فى الارض (সুরা জাসিয়া ২য় রুকু)—অর্থাৎ "আসমান এবং যমীনে যাহা কিছু আছে সকলই তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।" এ সম্বন্ধে যখন কাহারও কোন জ্ঞান ছিল না, তখন ইসলাম এই কথা ঘোষণা করিয়াছে যে সবকিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্তমানে যত বেশী গবেষণা হইতেছে ততই এই কথার সত্যতা উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া চলিয়াছে। এখন এমন বহু জিনিষের উপকার সাব্যস্ত হইতেছে, যেগুলিকে পূর্বে মানুষ ক্ষতিকর বলিয়া জানিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন সর্প এক ক্ষতিকর প্রাণী। কিন্তু ইহার বিষ দ্বারা বড় বড় কাজ

লওয়া হইতেছে। ইহার দ্বারা বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয়। হোমিও প্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রায় একশত বৎসর হইতে সর্পের বিষ রোগ নিরাময়ে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সেঁকো বিষ খাইলে মানুষ মরিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে মারিবার জন্য সেঁকো বিষের সৃষ্টি করেন নাই। তিনি মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। ডাক্তারেরা ইহা দিয়া নানাবিধ জরুরী ঔষধ তৈয়ার করিয়া থাকে এবং ইহা সেবন করিয়া লক্ষ লক্ষ রোগী ভাল হইতেছে। মলমূত্র বাহ্যতঃ কত নোংরা জিনিষ। কিন্তু ইহার দ্বারা শস্য ক্ষেত্র উর্বরা হয়। কফ দেখিলে ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু ডাক্তার মাইক্রোস্কোপে ইহা পরীক্ষা করিয়া রোগীর রোগ নির্ণয় করে। মোট কথা কোন কিছুই নিজ স্বত্বায় মন্দ নহে। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেক বস্তু ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান এই সত্য আবিস্কারের বহু পূর্বে কুরআন কারীম ইহা জগতবাসীকে জানাইয়া দিয়াছে।

উত্তম আখলাক সম্বন্ধে কুরআন করীমের শিক্ষা এই যে, ইহা প্রকৃতির সঠিক ব্যবহারের নাম। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে শক্তি নিচয় দিয়াছেন। উহাদের বিরূপ ব্যবহারে মন্দ হয় এবং সঠিক ব্যবহারে নেকী হয়। যথা আমাদিগকে হস্ত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অন্যের মাল বিনা অনুমতিতে লইলে চুরি হইবে এবং নিজ কাজ করিলে মেহনত ও মজুরী হইবে। উহাকে কেহ মন্দ বলিবে না। শক্তি না থাকিলে আমরা কিভাবে কাজ করিতাম। কিন্তু উহার অপব্যবহার মানুষকে চোর বানায়। মোট কথা, ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের প্রকৃতি নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত উহার বিপরীত ব্যবহার অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। যখন স্বভাবজঃ শক্তি সমূহকে ক্ষেত্র, প্রয়োজন এবং উপযোগীতা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, তখন উহাকে উত্তম আখলাক বলা হয়। এই হিকমত ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম বর্ণনা করে নাই। (ক্রমশঃ)

—

---

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

হাদিস শরীফ

২৫। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৭০। হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু-তায়ালা আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান বা অ-রমযানে শেষ রাত্রিতে এগার রাকাত হইতে অধিক নফল নামায পড়িতেন না। তিনি (সাঃ) চার রাকাত পড়িতেন। ঐগুলির সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন না। এই নামায খুব ভাল মত ও দীর্ঘ পড়িতেন। তারপর চার রাকাত পড়িতেন। এগুলির সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন না। অতঃপর, তিন রাকাত পড়িতেন।" হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বেতর নামায পড়িবার পর কি আপনি নিদ্রা যান? হুযুর (সাঃ আঃ) বলিলেন: আয়েশা, আমার চক্ষু ত ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু আমার দিল নিদ্রা যায় না। (বুখারী কেতাবুল সাওম, বাবু ফযলে মান কা'মা রামযানা। ১: ২৬৯, মুসলিম ১—১: ২৮৩পৃঃ)

১৭১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একবার ফরমাইয়াছিলেন: আল্লাহতায়ালা বলেন, যে আমার দোস্তের দুশমনি করে, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। বান্দা আমার যত 'কুর্‌ব' (নৈকট্য) আমার পছন্দনীয় ও ফরযকৃত বিষয়াবলীর দ্বারা লাভ করিতে পারে, তাহা অন্য কোন জিনিস দ্বারা লাভ করিতে পারে না। 'নফল' (স্বেচ্ছাকৃত কর্ম) দ্বারা আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে ভালবাসি এবং যখন আমি তাহাকে দোস্ত করিয়া নেই, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া পড়ি, যদ্দারা সে শোনে; তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যদ্দারা সে দেখে; তাহার হাত হইয়া যাই, যদ্দারা সে ধরে; তাহার পা হইয়া যাই, যদ্দারা সে চলে এবং যদি সে আমার নৈকট্য চায়, তবে আমি উহা তাহাকে দান করি এবং সে আমার নিকট আশ্রয় চাহিলে আমি উহা তাহাকে দেই।"

[বুখারী,' 'কেতাবুর রেকাব, বাবুৎতাওয়াযু,' ২: ৯৬৩ পৃঃ]

১৭২। হযরত আনাস বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আযান এবং ইকামতের মধ্যকার দোওয়া কখনও ব্যর্থ হয় না।

['তিরমিযি,' কেতাবুস্ সালাত ; বাবু ইযা দায়াউ লা ইয়ুরাদ্দু বাইনাল আযানে ওয়াল ইকমাহ,' ১ : ২৯ পৃঃ]

১৭৩। হযরত জাবের রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় এই দোয়া করে—'আল্লহ্ আমার ! হে এই কামেল, এই সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ দোওয়ার এবং কায়েমকৃত (বাজামাত) নামাযের মালিক ! তুমি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-কে 'অছিলা' [উপায় ও যোজক] কর, ফযিলত [শ্রেষ্ঠত্ব] দাও এবং তাঁহাকে মোকামে-মাহ্মুদে আবির্ভূত কর, যাহা তুমি তাঁহাকে ওয়দা দিয়াছ'—এহেন দোয়াকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশের (সেফায়াতের) যোগ্য হইবে। ['বুখারী,' কেতাবুল আযান, বাবুদ্ দোয়ায়ে ইন্দান-নেদায়ে,' (১ : ৮৬ পৃঃ]

১৭৪। হযরত আয়েশাহ্ (রাযিআল্লাহু আনাহা) বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি :

'যখন দস্তরখানা বিছান হয়, এবং খাবার রাখা হয়, তখন নামায শুরু করিলে উহা (নামায) নষ্ট করা হয়। তেমনি, যদি দুই দুষ্ট (খবিস) জিনিষ—অর্থাৎ, প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন রোধ করিতে থাকিলে নামায পড়া নিরর্থক "

['মুসলিম,' কেতাবুস-সালাত, ১-১ : ২০৮ পৃঃ]

২৫। জুময়ার নামায ও উহার নিয়মাবলী

১৭৫। হযরত আবু হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

"সর্বোত্তম দিন, যাহার মধ্যে সার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা হইল জুময়ার দিন। এই দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাতে রাখা হইয়াছিল এবং এই দিনই জান্নাত হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

১৭৬। হযরত অউস বিন্ অউস রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"তোমাদের সব দিনের মধ্যে শুক্রবার (জুমায়ার দিন) সর্বোত্তম। এই দিন আমার প্রতি অনেক অধিক দরূদ পাঠাইবে। কারণ এই দিন তোমাদের ঐ দরূদ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।" ['আবু দাউদ,' কেতাবুস সালাত বাবু তকরিমে ইয়াউমেল জুময়াতে,' ১ : ১ ১৫০ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও যেন খোদাতায়ালার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হইতে পার।

"তাঁহার একত্ব জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাহাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক কাহারও প্রতি, সে তোমার অধীন হইলেও, অহঙ্কার দেখাইও না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি তাহাকে গালি দিও না। নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও, যেন খোদাতায়ালার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হইতে পার। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে যাহারা বাহ্যতঃ ধৈর্যশীল ; কিন্তু অভ্যন্তরে ব্যাঘ্র স্বভাব বিশিষ্ট। অনেকে এ রকম আছে যাহারা বাহ্যতঃ সুশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুটিল। তোমরা কখনই তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হইবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহির এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হইলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না, বরং তাহার প্রতি সর্বদা দয়া করিবে যদি বিদ্বান হও তবে বিদ্যাহীনকে নিজের বিদ্যার অহঙ্কারে অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও, তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে।"

(কিস্তিয়ে নূহ)

"আমার তো এই অবস্থা যে, যদি কেহ পীড়িত ও ব্যাথিত হয়, এবং নামাযে নিয়োজিত থাকা কালেও যদি তাহার আর্তনাদ আমার কানে আসিয়া বাজে ; তাহা হইলে আমার ইচ্ছা হয়, নামায ভঙ্গ করিয়াও যদি আমার পক্ষে তাহার সাহায্য করা সম্ভব হয়, তবুও যেন তাহার উপকার করি এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি। কোন ভ্রাতার বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে তাহার সাহায্য না করা নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থি। যদি তুমি তাহার জন্য কোনকিছুও করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে কমপক্ষে তাহার জন্য দোওয়াই কর।

আপন জনের বিষয় দূরের কথা, আমি তো বলি, অপরাপর লোক এবং হিন্দুদের প্রতিও উচ্চনৈতিক চরিত্রের উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ কর এবং সহানুভূতি প্রদর্শন কর— বেপরোয়া ও নির্বিকার সুলভ স্বভাব ও আচরণ কখনও হওয়া উচিত নয়।"

(মালফুজাত, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), পৃঃ ৪৪২)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৯ই জানুয়ারী ১৯৭৬ইং (মোতাবেক ৯ই সুলাহ ১৩৫৫ হিঃ শাঃ), মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

নিখিল জামাত আহমদীয়ার প্রতি সাধারণভাবে এবং সালানা জলসায় আগত আমেরিকান আহমদী প্রতিনিধিদলের প্রতি বিশেষভাবে কতিপয় জরুরী নাসিহত।

খোদাতায়ালার 'রাব্বুল আলামীন' হওয়ার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁহার নির্ধারিত সিরাতে-মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য।

খোদাতায়ালার আশ্রয়-ভূক্ত হও, তাঁহারই তওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট হইতে সকল প্রকার সম্মান-সম্ভ্রম লাভ কর, কেননা তিনিই সকল সম্ভ্রমের উৎস।

শুধু নিজেই ঐশী ক্রোধানল (গজবে-ইলাহী) হইতে আত্মরক্ষা করিবে না বরং নেকীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআনের আহকাম পালনে একে অন্যের সাহায্যকারী হও।

দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া সেই সকল ব্যক্তিদের নমুনা অনুসরণ কর, যাহারা উচ্চ পর্যায়ে ঈমান বিল্লাহের উপরে অবিচল ধৈর্যের সহিত কায়েম আছেন।

তাশাহুদ ও তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন:

ইহা শুধু আল্লাহতায়ালার ফজল যে, এখন জামাত আহমদীয়া প্রায় সমস্ত জগতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিগত তিন বৎসর হইতে বিভিন্ন দেশের আহমদী প্রতিনিধিবর্গ সালানা জলসায় আসিয়া যোগদান করিতেছেন। কোন দল ৫ হাজার মাইল হইতে, আর কোনটি দশ হাজার মাইল দূর হইতে আগমন করেন। মোট কথা, আমাদের এই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি বড় বড় দূরত্ব লঙ্ঘণ করিয়া সেলসেলার কেন্দ্রে উপস্থিত হন, যাহাতে আল্লাহতায়ালা তাহাদিকে এই তওফিক দান করেন যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া দ্বীনের কথা শ্রবণ করেন এবং নিজেদের ঈমানকে সজীব ও সতেজ করিয়া ফিরিয়া যান এবং স্ব স্ব দেশের

রুহানী ও আখলাকী তরবিয়তের (নৈতিক ও আত্মিক গঠনমূলক কর্ম প্রয়াসের) দিকে পূর্ব হইতে অধিক এবং প্রবল প্রেরণার সহিত মনোযোগী হইতে পারেন।

বিগত (১৯৭৬ইং-এর) সালানা জলসায় ৪১ জন নর-নারী সমন্বয়ে প্রতিনিধিদল আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন। আমাদের এই ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আজ ফিরিয়া যাইতেছেন এবং যেহেতু তাঁহাদিগকে জুমার নামাযের পরেই শীঘ্র রওয়ানা হওয়া উচিৎ, সেইজন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যে একে তো আমি খোৎবা সংক্ষেপে প্রদান করিব, দ্বিতীয়তঃ সংক্ষেপে আমি সমগ্র জামাতকে সাধারণভাবে এবং এই প্রতিনিধিদলকে বিশেষভাবে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

প্রথম কথা এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে 'রাব্বুল আলামীন'-এর উপর ঈমান আনা জরুরী বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার উপর, যিনি 'রব্বুল আলামীন' এবং অন্যান্য সেফাত বা গুণে গুণান্বিত এবং যাঁহার মধ্যে কোন ত্রুটি অথবা ভ্রান্তি, কোন প্রকার দোষ বা অভাব নাই; কিন্তু 'রব্বুল আলামীন'-এর উপর ঈমানের শুধু দাবী যথেষ্ট বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, বরং তিনি বলেন :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا (হাম-মিম সিজদা : ৩১)

('নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, আল্লাহ্ আমাদের রব, তারপর তাহারা ইস্তেকামাত বা স্থিতিশীলতা অবলম্বন করিয়াছে।' —অনুবাদক)

অর্থাৎ উক্ত দাবীর সহিত ইস্তেকামাতের শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতে কারীমায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে, উহা তাহারা তখনই লাভ করিতে পারিবে, যখন তাহারা 'রব্বুল আল্লামীনে' ঈমান রাখার সঙ্গে সঙ্গে এস্তেকামতও প্রদর্শন করিবে। এস্তেকামাতের অর্থ হইল এই যে, রাব্বুল আলামীন খোদা মানবীয় উন্নতি নিচয়ের জন্য যে সকল সরল পথ নির্ধারণ করিয়াছেন, সেই সকল পথে বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সহিত ধাবিত হইতে হইবে। দুনিয়ার কোন শক্তি বা দুনিয়ার কোন সঙ্কট ও পরীক্ষাই যেন মানুষকে 'সেরাতে মুস্তাকীম' হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে।

মোট কথা, আমাদের রব্ 'রব্বুল আলামীন'। যদি আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনায়ন করি এবং আমাদের জন্য আমাদের রবের নির্ধারিত সেরাতে মুস্তাকিমে পরিচালিত হই, তাহা হইলে আমাদের সহিত সেই সকল জান্নাত দানের ওয়াদা করা হইয়াছে যাহার কুরআন করীম এবং হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা উহাদের ব্যাখ্যা ও তফসীর তাঁহার (সাঃ) প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিভিন্ন ঐসী নৈকট্যপ্রাপ্ত মনিষীগণ করিয়াছেন, যাঁহারা উম্মতে-মোহাম্মদীয়ায় পয়দা হইয়াছেন।

সুতরাং "রাব্বুনাল্লাহু', রাব্বুনাল্লাহু" বলাও জরুরী এবং তৎসঙ্গে সেই রব্ কর্তৃক নির্ধারিত 'সেরাতে-মুস্তাকীম' উপর চলাও জরুরী। তবেই কিনা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি আমাদিগকে এই দুনিয়াতেও জান্নাত দান করিবেন এবং মৃত্যুর পরেও আর এক চীরস্থায়ী জান্নাতের উত্তরাধিকারী করিবেন।

দ্বিতীয় কথা, যাহা আমি সংক্ষেপে এখন বলিতে চাই, তাহা হইল এই যে, আল্লাহ্ তায়ালার পথ সমূহ এবং দুনিয়ার পথ সমূহ ভিন্নতর। যে ইজ্জত ও সম্ভ্রম মনুষ খোদা-তায়ালা হইতে প্রাপ্ত হয়, উহার স্বরূপই এক রকম এবং যে সকল সম্মান ও সম্ভ্রম মনুষ পরস্পরের মধ্যে বন্টন করিয়া লয়, অর্থাৎ দুনিয়াবী ইজ্জত উহাদের স্বরূপই ভিন্নতর হই। থাকে দুনিয়াদার ব্যক্তিগণ অনেক সময় জাগতিক আত্মাভিমানের বশবর্তী হইয়া খোদা-তায়ালার তাকওয়া অবলম্বনে বিরত থাকে যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে বলেন:

و اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم (আল বাকারাহ্: ২০৭)

—যখন এরূপ লোকদিগকে বলা হয় যে, দুনিয়ার সম্পর্ক ও বন্ধন সমূহ এবং যে সকল ইজ্জত ও মর্যাদা তোমরা একে অন্যকে দিয়া রাখিয়াছ, সেগুলির মায়া মোহ পরিত্যাগ কর, সেগুলির সহিত হৃদয়কে বাঁধিও না, বরং খোদাতায়ালার তকওয়া এখতেয়ার কর। খোদাতায়ালার আশ্রয়ে আস, খোদাতায়ালা যিনি সকল সম্মান ও মর্যাদার উৎস তাঁর নিকট হইতেই সকল প্রকার সম্মান অর্জন কর, তখন পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার অভিমান এরূপ ব্যক্তিকে গোনাহের দিকে প্রলুব্ধ করে এবং আল্লাহতায়ালার পথ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। তিনি বলেন: فحسبه جهنم এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তায়ালার কহরের আগুনে দগ্ধীভূত হইতে হইবে।

তৃতীয় কথা, যাহার দিকে আমি জামাতকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা হইল এই যে, ইহা তো সত্য যে কুরআন করীম আমাদিগকে খোদাতায়ালার গজব ও কহর হইতে নিজেরা আত্মরক্ষা করার জন্য তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছে, কিন্তু আমাদের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের বিষয়েও তদ্রূপ আদেশই রহিয়াছে। সেজন্যই তিনি বলিয়াছেন:
(তাহরীম:) قوا انفسكم و اهليكم نارا (অর্থাৎ নিজদিগকে এবং পরিবার-পরিজনকেও আগুন হইতে রক্ষা কর'—অনুবাদক)।

অবশ্য 'কু আনফুসাকুম' (নিজদিগকে রক্ষা কর)-এর উপর কুরআন করীম জোর দিয়াছে। যেমন, বলিয়াছে: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم (আল-মায়েদা: ১০৬)

যদি তোমাদের মাতা-পিতা ও পুত্র এবং কন্যাগণ পথভ্রষ্ট হয় এবং তোমরা নিজেরা হেদায়েতের উপর কায়েম থাক, তাহা হইলে তাহাদের পথভ্রষ্টতা, যাহা তাহাদের সহিতই সম্পৃক্ত রাখে, তাহা তোমাদের কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে

না ; তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর—প্রত্যেক ব্যক্তি, পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক, তাহার উচিত খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে আত্মরক্ষার ব্যাপারে প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা-ভাবনা করা।

ইহা এক বুনিয়াদী আদেশ যাহা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে تعاونوا على البر —এরও আদেশ দান করা হইয়াছে—অর্থাৎ, নেকীর বিষয়াদিতে একে অন্যের সহিত সহযোগীতা করা, নেকীর উপর কায়েম হওয়ার জন্য একে অন্যে সহায়ক ও সাহায্যকারী হওয়া। সেজন্য আমাদিগকে বলা হইয়াছে: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة (আল-বাকারাঃ ২০৯) অর্থাৎ হে মোমেনগণ তোমরা সম্মিলিতভাবে ইসলামে প্রবিষ্ট হও (অনুবাদক)। ইসলাম এই দুনিয়ায় একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাহিয়াছে। তোমরা সকলে মিলিতভাবে একজনেরও ব্যতিক্রম ব্যতীত, উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রচেষ্টা চালাও। তোমরা একে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখিয়া এবং নিজেদের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে নাপাকী ও পঙ্কিলতা এবং গোনাহ্‌ হইতে রক্ষা করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি কর, যাহাতে কোন এক ব্যক্তিও ঐ সমাজ-ব্যবস্থার বাহিরে না থাকে।

চতুর্থ বিষয় ইসলামের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা হইতে বাহিরে থাকে, এমন সকল ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ায় আমরা চার শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই :

এক তো সেই শ্রেণীর লোক, যাহারা খোদাতায়ালার পথে চরম কুরবানী সমূহ পেশ করিয়া তাঁহার প্রীতি অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন এবং যতদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকেন, খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ সত্ত্বেও তাঁহাদের মুখে সর্বদা এ দোওয়াই জারী থাকে যে, হে খোদা এমন যেন না হয়, আমাদের গাফলতী আমাদিগকে তোমার নৈকট্য অর্জনের পর পুনরায় তোমা হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং আমাদের শুভ পরিণাম না হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই সকল লোক পড়েন, যাহারা উক্ত রুহানী উচ্চমানে উপনীত হইতে পারেন নাই—তাঁহারা দুর্বল, এবং তরবিয়তাধীন। কিন্তু তাহারা সর্বদা এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন যাহাতে তাঁহারা তাকওয়ার ময়দানে এবং খোদাতায়ালার পথে তাহাদের স্কন্ধে ন্যাস্ত জিম্মাদারী সমূহ পালনে সর্বদা আগাইয়া যাইতে পারেন। এ সকল ব্যক্তি তাহাদের ভ্রাতাদের সহিত নেক কাজে সহযোগিতা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ভ্রাতারাও তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া একে অন্যের হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রাভিযান করিতে থাকেন। ফলে আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন ফজল করেন, তখন এই সকল লোকদিগকেও তাঁহার মুখলেস ও নির্বাচিত বান্দাদের শ্রেণীতে শামিল করিয়া লন, অর্থাৎ সেই মুখলেসীনের শ্রেণীতে, যাহা পূর্বে গঠিত হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী সেই সকল দুর্বল লোকের, যাহাদের অন্তরে ব্যায়াম থাকে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেন : فی قلوبهم مرض

কিন্তু তাহারা একান্তভাবে চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই ব্যাধি ও দুর্বলতার চিকিৎসা হয়। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে কমজোর ও জের-তরবিয়ত শ্রেণীর দ্বিতীয়াংশ। ইঁহাদের পক্ষে রুহানী উন্নতির পন্থাসমূহ অবলম্বন করা কমজোর ও জোরে-তরবিয়ত ব্যক্তিদের প্রথমাংশের তুলনায় অধিকতর কঠিন হইয়া থাকে। সেইজন্য ইঁহারা যখন নিজেদের অনুরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংসর্গে মিলিত হন, তখন তাহাদের প্রভাব গ্রহণ করেন এবং যখন তাহারা মুমেনীনের মজলিসে বসেন, তখন তাঁহাদের রুহানী সহচার্য আসিয়া প্রভাবান্বিত হন এবং তাহাদের মধ্যেও ইস্লাহ্ বা সংশোধনের দিকে মনোযোগের উন্মেষ ঘটে। এই সকল লোক নিজেদের রুহানী সাধনায় ততটুকু উন্নত ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন না যাহাতে আমরা তাহাদিগকে জেরে-তরবিয়ত অর্থাৎ উত্তরত্তর অগ্রগামিতার প্রয়াসী শ্রেণীতে শামিল করিতে পারি, যাহাদের জন্য খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দোওয়া করেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই তাহারা যেন ঈপ্সিত উচ্চ মোকামে উন্নীত হন এবং তাহাদের 'খাতেমা বিলখাইর' (শুভ পরিণাম) হয়। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে মুনাফিকও বলিতে পারি না। কেননা তখনও তাহাদের কমজোরী মুনাফকাতের সীমায় উপনীত হইয়া থাকে না। কুরআন করীম সুরা বাকারার শুরুতে মুনাফেকদের উল্লেখ প্রসঙ্গে 'ফি কুলুবিহিম মারাজুন' বলিয়াছেন এবং তৎসঙ্গেই "ফা-যাদাহুমুল্লাহু মারাজান"-ও বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা শুধু এতটুকুই বলিয়াছেন যে, 'তাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে'।

চতুর্থ শ্রেণী সেই সকল লোকের, যাহাদের অন্তরে ব্যাধিও আছে এবং যাহাদের কর্মও এইরূপ সংঘটিত হয়, যাহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের নেফাক (কপটতা) এবং তাহাদের অন্তরস্থিত ব্যাধিকে বাড়াইয়া দিতে থাকেন এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ তাহাদের অতীত অপেক্ষা অধিকতর মন্দ, ভয়াবহ এবং খোদাতায়ালা হইতে অধিক দূরে সরাইয়া দেওয়ার কারণ হয়।

এখন আমি আমার আমেরিকান ভ্রাতা ভগ্নিগনকে বলিব, যে সকল পাকিস্তানী আহ্মদী আপনারা আমেরিকায় দেখিতে পান, তাহাদের মধ্যেও উক্ত চারি শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন। সেইজন্য আপনারা মনে করিবেন না যে, যেহেতু তাহারা পাকিস্তানী আহ্মদী, সেহেতু তাহারা আপনাদের জন্য নমুনা ও আদর্শ স্বরূপ। তাহাদের মধ্যে সেই সকল ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা আপনাদের জন্য সত্যই নমুনা। আল্লাহ্তায়ালা তাহা-

দিগকে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, প্রেম ও বিশ্বস্ততায় আরও অগ্রগামী করুন এবং আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ মণ্ডিত জ্যোতির্বিকাশ সমূহ তাঁহাদের উপর আরও অধিকরূপে অবতীর্ণ হউক। তাঁহারা আপনাদের জন্য নমুনা হউন এবং এমনিধারায় যেন আমরা আপনাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হই—অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতীকে একই উম্মত বানানোর মহান অভিযানে সফলকাম হই, যেজন্য প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী আঃ)-কে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে আমেরিকার স্থানীয় আহ্মদীগণের ভিতরে কতক দুর্বল আহ্মদীও আছেন এবং জোরে-তরবিয়তও, তেমনিভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী পাকিস্তানী আহ্মদীগণের মধ্যেও কতক দুর্বল আহ্মদী আছেন, কিন্তু তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সহিত সম্পর্ক, যাহাদের সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, তাহারা নিজদের দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন এবং সর্বদা তাহারা এই চেষ্টায় নিয়োজিত যে, আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের দুর্বলতা সমূহ দূর করিয়া দেন এবং তাহাদের ভ্রাতাগণ تعاونوا على البر و التقوى (নেকী ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অন্যের সাহায্য কর)—আদেশ অনুযায়ী তাহাদের দুর্বলতাগুলি দূরীকরণে তাহাদের সহায়ক হন, দোওয়ার দ্বারা তাহাদের সাহায্য করেন এবং আল্লাহতায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করতঃ এই আশা রাখেন যে, তিনি তাহাদের দোওয়া সমূহ কবুল করিবেন এবং তাহাদের প্রচেষ্টা সমূহকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর রূপদান করিয়া প্রীতিসুলভ দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে দেখিতে আরম্ভ করেন। তেমনিভাবে আমেরিকায় সেই সকল পাকিস্তানী আহ্মদীও আছেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি তো আছে কিন্তু তাহাদিগকে আমরা মুনাফেক বলিতে পারি না। তাহাদের সম্বন্ধে আমি এই বলিব যে, আপনাদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা আপন প্রীতি ও ভালবাসার পর্যাপ্ত অংশ দান করিয়াছেন, তাহাদের কর্তব্য ঐরূপ দুর্বল ব্যক্তিদের কমজোরী দূর করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা, যাহাতে যতটুকু সময় এই সকল লোক মুনাফেকাত কলুষিত পরিবেশে থাকিয়া অতিবাহিত করেন, তদপেক্ষা বেশী সময় যেন তাহারা আপনাদের সংসর্গে থাকিয়া নিজদিগকে সুসংস্কৃত ও সংশোধিত করার ব্যায় করিতে আরম্ভ করেন।

পাকিস্তানী আহমদীদের মধ্যে কতকজন আস্ত মুনাফেকও আছে অর্থাৎ ঐরূপ লোক, যাহাদিগকে কুরআন করীম মুনাফেক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে এবং যাহাদের উল্লেখ কুরআন করীমে মুনাফেক শ্রেণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। মোট কথা, ঐসকল (মুনাফেক সুলভ) স্বভাব, ফেৎনা-বিশৃংখলা ও মুসলেহ (সংশোধনকারী) হওয়ার সমস্ত দাবীর সহিত সেখানেও কতক মুনাফেক আছে এবং আমরা তাহাদিগকে জানি। কিন্তু এই সকল মুনাফেক তো আপনাদের পথপ্রদর্শক নয় এবং তাহারা আপনাদের জন্য নমুনা ও দৃষ্টান্তও নয়। তাহাদের কুপ্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের দোওয়া করা উচিত। অর্থাৎ এই দোওয়া করা উচিত যে, তাহাদের

কুসংস্রব ও কুসংসর্গের দ্বারা আমেরিকার কোনও আহমদীর মধ্যে যেন মুনাফেকাতের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হইতে না পারে। আপনাদের এই দোওয়াও করা উচিত এবং তদবির ও প্রচেষ্টা চালানও উচিত, যেন তাহাদের মুনাফেকানা কর্মকলাপের দ্বারা জামাতের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে না পারে। তেমনিভাবে আপনাদের এই দোওয়াও করা উচিত এবং তদবীরও করা উচিত যে, আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের নেফাকের ব্যধি দূরীভূত করিয়া দেন এবং এই মারাত্মক ও রুহানীয়ত বিধ্বস্তকারী ব্যাধি হইতে তাহাদিগকে আরোগ্য দান করেন. এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হইয়া যান। যেমন ইসলামী ইতিহাস হইতে আমরা সন্ধান পাই, এরূপ হওয়া সম্ভবপর। কেননা যেভাবে কোন ব্যক্তি, যে আল্লাহতায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করিয়াছে, সে তাহার অহংকারের ফলে ইলাহী কুর্‌ব ও নৈকট্য প্রাপ্তির পরও আল্লাহতায়ালা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার পথে পরিচালিত হইতে পারে, তেমনিভাবে একজন মুনাফেক তাহার পূর্ণ নেফাক সত্বেও আজেযী ও বিনয় সুলভ পথ সমুহ অবলম্বন করিয়া আত্মশুদ্ধির পর আল্লাহতায়ালার ফজল ও কৃপার উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

সুতরাং মুনাফেকদের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাহাদের ইসলাহ্ ও সংশোধনের জন্য তদবীর ও দোওয়া করা আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু তাহাদের বদ আসর ও কুপ্রভাব হইতে আত্মরক্ষাও জরুরী।

এখন আমেরিকান প্রতিনিধিদলের সহিত যে বন্ধু নিযুক্ত আছেন তিনি যেন তাঁহাদিগকে সে সকল কথা বলিয়া দেন যাহা আমি সংক্ষেপে তাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিলাম। প্রকৃতপক্ষে এই সকল কথা সমগ্র জামাতের সহিতই সম্পর্ক রাখে। আমাদের এই দোওয়া, আল্লাহতায়ালা যেন জামাতকে সত্যিকারভাবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সেই জান্নাতের ওয়ারিশ করেন, যাহার ওয়ারিশ ইস্তেকামাত ও দৃঢ়পদক্ষেপ প্রদর্শনকারী এবং "রাব্বুনাল্লাহ" উচ্চারণকারী মুমেনগণই হইয়া থাকেন. সেই জান্নাত, যাহা কুরআন করীমে বহুলরূপে উল্লেখিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে এত সুসংবাদ আছে যাহা আমরা বর্ণনা করিতেও অক্ষম. এত অধিক ও মহান সুসংবাদ যে, উহাদের যে অংশ বিশেষ আমরা অর্জন করিতে পারি, উহারও শোকর আদায় করা সম্ভব নয়, এবং সেই ভাষা ও শব্দ চয়নও দুষ্কর, যাহাতে আমরা খোদাতায়ালার এহ্‌সান ও অনুগ্রহরাজীর যথাযত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি। আল্লাহতায়ালা অল্পকেও কবুল করিয়া লয়েন। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদিগকে দশগুণ বেশী পুরস্কার দিয়া থাকি। বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন বৃদ্ধিমাত্রা সহকারে আজর ও পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উহার এবং সীমিত মানব জীবনের বিনিময়ে যে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোন আপেক্ষিক সম্পর্ক কায়েম থাকিতে পারে না সমস্ত তুলনামুলক সম্পর্কের সুত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। যাহা কায়েম ও চিরস্থায়ী, তাহা হইল আল্লাহতায়ালার সত্তা এবং তাঁহার রহমতরাজী। আল্লাহতায়ালা সর্বদা যেন আমাদের উপর তাঁহার রহমত ও করুণার ছায়াপাত করেন এবং "তাঁহা হইতে দূরত্ব"-এর ফেৎনা ও বিপদ যেন আমাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। (আল-ফজল, ১১ই, জুন ১৯৭৭ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২৫)

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম :

অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এমন একটি মোক্ষম আধ্যাত্মিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা সেই ধর্মগুলো আকস্মিকভাবে তীব্র আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। একটি বিষয়ে ঘটনার অনস্বীকার্য সাদৃশ্য ও মিলের দিকে সকল ধর্মের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি দেখালেন যে, সকল ধর্ম-পুস্তকেই ধর্মীয় শিক্ষাদাতা, নবী, অবতার, ধর্মগুরু ইত্যাদি নামে কারো না কারো আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, পার্শী ধর্মের পুস্তক সমূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মে এমনই এক মহামানবের আবির্ভাবের সঙ্গে ধর্মীয় পুনঃজাগরণ এবং পুনঃশক্তি লাভের আশা-আকাঙ্খার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিশ্রুত যুগ এবং প্রতিশ্রুত সংস্কারক সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রচুর সামঞ্জস্য এবং মিল রয়েছে এই সকল নিদর্শনের মধ্যে পারস্পারিক মিল ও সাদৃশ্যের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। কোন কোন বর্ণনা যদি বিস্তারিত হয়ে থাকে তবে খুটিনাটি অতিরিক্ত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে একই যুগ বা কালকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেব দেখালেন যে, বিভিন্ন ধর্ম-পুস্তকে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি এবং একই যুগের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এক খোদার একই বাণী প্রচারের জন্য একই যুগে একাধিক সংস্কারক বা শিক্ষা-গুরুর আবির্ভাব হওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে যখন দূরত্ব-জনিত যাতায়তের সমস্যাবলী দূরীভূত হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হাজার হাজার বছর পূর্ব একই ধরণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলো মিথ্যা হতে পারে না—সেগুলোর ঐশী উৎস সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে সেজন্যই বলেছেন :

"আলেমুল গায়েবে ফালা ইউযাহেরু আলা গায়েবিহি আহাদা," অর্থাৎ, "আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্বন্ধে জানেন, তিনি (আল্লাহ্) কাহারও নিকট গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করেন না—একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটে ছাড়া যাহাকে তিনি রসুলরূপে মনোনীত করেন।"

(সুরা জিন : ২ রুকু)

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিশ্চয়ই সত্য এবং সন্দেহাতীত। তাই সেই প্রতিশ্রুত যুগে নিশ্চয়ই এমন কোন মহাপুরুষ আসা প্রয়োজন যিনি এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শনাবলী পূর্ণ করবেন। পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেক ধর্মমতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথক পৃথক সংস্কারক বা শিক্ষাগুরু মনোনিত হন এবং তাঁরা নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে ব্যাপৃত হয়ে অন্যান্য ধর্মের উপর নিজ ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেন তাহ'লে তো মহা-হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে, সীমাহীন সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিবে—অথবা সম্পূর্ণ বিষয়টি অত্যন্ত মামুলী ও গুরুত্বহীন বলে প্রতিভাত হবে। খোদাতা'লার পরিকল্পনা এমন অসমঞ্জস এবং অযৌক্তিক হতে পারে না। তাই হযরত সাহেব ঘোষণা করলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে মূলতঃ একই ব্যক্তি, একই সংস্কারকে আগমনের জন্য প্রযোজ্য বলে গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যদ্বাণী গুলোর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় সঙ্গত কারণেই একজন মহা-সংস্কারকের আগমনের আশা করতে পারে। তাই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমণ হওয়া প্রয়োজন এবং তিনি আবির্ভূত হয়ে বিশ্ব-ধর্ম ইসলামের সত্যতাকে বর্তমান যামানার অবস্থাদির প্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল ধর্মের কাছে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তুলে ধরবেন এবং সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে এক স্রষ্টা এবং এক ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পতাকাতলে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবেন। এভাবে সকল মানুষ বুঝতে পারবে যে, বর্তমান যুগের জন্য বিভিন্ন নামে মূলতঃ একই শিক্ষাদাতা মহামানবের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

এই ধর্মীয় শিক্ষাদাতা এবং মহামানব হলেন ইসলামের প্রতিশ্রুত ঈসা বা মসীহ মওউদ (আঃ)। তিনি সকলেরই জন্য—সকল ধর্মের জন্য প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং শিক্ষা-দাতা। উল্লেখ্য যে, তাঁকে গ্রহণ করার অর্থ হলো ইসলামকে গ্রহণ করা, কারণ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তাঁর দাবী এবং ইসলামই তাঁর ধর্ম।

প্রচলিত ধর্মমত সমূহের জন্য হযরত মীর্যা সাহেবের উপরোক্ত যুক্তি ছিল খুবই ধারালো এবং অখণ্ডনীয়। কারণ সকল ধর্মে আগমনকারী কারো না কারো সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়ে সেগুলোর পূর্ণতা ঘোষণা করছে। বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে বর্ণিত নিদর্শন সমূহের পূর্ণতা এ কথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, প্রতিশ্রুত মহামানবের আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে! কিন্তু কোথায় সেই প্রতিশ্রুত মহামানব? একমাত্র এক ব্যক্তিই অর্থাৎ হযরত মীর্যা গোলাম (আঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশে মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী পেশ করেছেন এবং তিনি আবির্ভূত হয়ে এই ঘোষণাই করেছেন

যে, ইসলামই আল্লাহতা'লার মনোনীত ধর্ম। যদি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা প্রতিশ্রুত মহামানবের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে অস্বীকার করতে চায় তাহ'লে তাহাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকেও অস্বীকার করতে হবে। হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত নিদর্শনাদি পূর্ণ হয়েছে—এই কথা যদি তারা মানতে না চায় তাহ'লে তারা অন্য কোন মহামানবকে পেশ করুক যাঁর দ্বারা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, অথচ মীর্যা সাহেব ব্যতীত অন্য কোন দাবীকারক নেই—এই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। অন্য কোন উপায়ে এই বিষয়টির কোন যুক্তিপূর্ণ সমাধান নেই এবং তা সম্ভবও নয়। সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য একটি পথই খোলা রয়েছে, এবং তা'হ'লো এই যে, ধর্মগ্রন্থাদিতে প্রতিশ্রুত মহামানব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথই রয়েছে, আর এই বর্তমান যুগই হলো সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রতিশ্রুত যুগ এবং হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমেই সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। যেহেতু সকল ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী-রূপে তাঁর আগমন হয়েছে, সেজন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের তাঁর নিকট দীক্ষিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এখন কিভাবে হযরত মীর্যা সাহেব বিভিন্ন ধর্মে বর্ণিত নিদর্শনাদির পূর্ণতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে সত্যাসত্য নিরূপনের যুক্তিসঙ্গত পথ ও পন্থা বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে। (ক্রমশঃ)

(*'দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ* : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

—

"ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

"তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মারফত যে ঐশী ফয়যান লাভ করিয়াছ, উহা খেলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

বাইবেল এবং কোরআনের আলোকে যীশু

—মাজহারুল হক

পবিত্র কোরআন শরীফে যেসকল নবীগণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মরিয়মের পুত্র হজরত ঈসা (আঃ)। হযরত ঈসা (আঃ)-কে বাইবেলে যীশু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনী সম্বন্ধে যাহা অল্প কিছু বাইবেল হইতে জানা যায়, তাহার সারমর্ম এই যে, তিনি একজন মানুষ ও আল্লাহর প্রেরীত নবী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বনি ইসরাইলদের কুলের মেষ ছাড়া অন্য কাহারো নিকট প্রেরিত হই নাই" (মথি-১৫ : ২৪)। কিন্তু দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ আজ তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র ও স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লওয়াতেই নিজেকে ধন্য মনে করেন। আল্লাহতয়ালা, যিনি সর্ববিশ্বের প্রভূ, এই বিষয়ে নীরব থাকিতে পারেন না। তিনি কোরআন শরীফকে সর্ব মানুষের হেদায়েতের জন্য শেষ বিধান হিসাবে অবতীর্ণ করিয়া সকল অসার মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিয়াছেন। হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা হযরত মরিয়মের সম্পর্কে আসল ব্যাপার বাইবেলে অসত্য ঘটনায় রূপান্তরিত হইয়া তাহাদের অপমানের কারণ হইয়াছে। কোরআন শরীফ এই গুলি খণ্ডন করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে সত্য ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়াছে। এই বিষয়ে কোরআনের আলোতে বাইবেলকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে পরিষ্কার অনুধাবন করা যায় যে, বাইবেলের যীশু তাঁহার সময়কালে একজন মহাপুরুষ ছিলেন, যিনি পীড়িত বনি ইসরাইল কওমকে একত্র করিবার জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার অধিক যাহা কিছু উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা অসংগত এবং বাইবেলই তাহার খণ্ডন করে।

যীশু কি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র ?

বাইবেলে কখনও বলে না যে যীশুখৃষ্ট ঈশ্বর। বাইবেল এই শিক্ষা দেয় যে, তিনি একজন মনুষ্যপুত্র। সুতরাং উল্লেখ রহিয়াছে: "মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই কিন্তু পরিচর্যা করিতে" (মার্ক ১০ : ৪৫); আরও রহিয়াছে, "যীশু তাঁহাকে কহিলেন, শৃগালদের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখীগণের বাসা আছে কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই" (লুক ৯ : ৫৮)। তিনি যে আল্লাহতায়ালার নবী ছিলেন সেই সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে, "তাহাকে লোকসমূহ কহিলেন, তুমি সেই ভাববাদী গালীলের

নাসেরাতীয় যীশু" (মথি ২১ : ১১) ; আরও রহিয়াছে যে, নাঈন নগরের লোকগণ যীশুকে দেখিয়া কহিলেন, "আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর উদয় হইয়াছে" (লুক ৭: ১৬)। পবিত্র কোরআন-পাকেও আমরা দেখিতেছি যে, আল্লাহতায়ালা যীশুর বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:— "আমি একজন আল্লাহর বান্দা (অর্থাৎ মানুষ) এবং তাঁহার প্রেরিত নবী" (সুরা মরিয়ম ৩০ আঃ)।

বাইবেলে যীশু ঈশ্বরের পুত্র কোন অর্থে ?

নতুন নিয়মে আমরা দেখিতে পাই যে, যীশুখৃষ্টের উপরে ইহুদীরা অভিযোগ আনিয়াছিল যে, "তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ," উত্তরে যীশু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই? আমি বলিলাম, 'তোমরা ঈশ্বর' (যোহান ১০ : ৩৩-৩৫)। বাইবেলে যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্রও ঠিক সেই অর্থেই বলা হইয়াছে। যীশু নিজেও অন্যান্যকে সেই অর্থেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যথা:— "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হইবে।" (মথি ৫ : ৯) এবং "আমিই বলিয়াছি তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সান্তন" (গীত সংহিতা—৮২ : ৬) সুতরাং বাইবেলের এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, যীশুর ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার অর্থ কি ?

মনে রাখা উচিত যে বাইবেল অন্য কাহারও পাপের বদলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার শিক্ষা দেয় না বরঞ্চ বাইবেল বলে "যে প্রাণী পাপ করিবে সেই মরিবে, পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না।" (যিহিষ্কেল ১৮ : ২০-২৪) বাইবেলে উল্লেখ রহিয়াছে যে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর উম্মতের পাপের বদলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শাস্তি মাথায় পাতিয়া নিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর, মূসা (আঃ)-এর এই প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "যে পাপ করিয়াছে তাহাকেই আমি শাস্তি দিব" (যাত্রা পুস্তক ২২ : ৩০-৩৪)।

(ক্রমশঃ)

(দৈনিক আজাদের সৌজন্যে)

ঢাকার জলসা

১। পঞ্চাশ বর্ষের জলসা দেখেছ—
মোজেযা দেখেছ কেহ
আহ্‌মদীদের জলসায়, জলসায়
আল্লাহ্‌, রসুলের গেহ!

২। ওরুশ হাঙ্গামায় মোহাম্মদী 'নূর'
কে কোথায় দেখেছ কবে?
ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) জিন্দা নবী
এইখানে দেখিবে সবে।

৩। আকাশে তুলিয়া ইবনে মরিয়ম
ভূতলে শায়িত নবী?
কেমনে হেরিবে নবী-গ্রহপুঞ্জ
সর্বোচ্চে উন্নীত রবি?

৪। আল্লাহ্‌ যদি তাঁর সৃষ্টি-রহস্যের
সত্যতা বিকাশে 'নূরে'
নবী-ভাস্কর মোহাম্মদী 'নূর'
কেমনে থাকিবে—দূরে?

৫। ঈসা, মুসা, সব নবী তিরোহিত
সামষ্টিক অন্ধকার—
'খাতামান্নবীয়্যিনের' অতীত, ভবিষ্যত
নবুয়ত—যাগবাহার!

৬। কোরআন খোলে কি দেখেছ অন্ধ
'হাদিসের এত্তাআত' কী
হাবীব শরণে নবুয়ত সিঞ্চিত
ঈসা—মসীহ মাহদী

৭। ঢাকার জলসা বরষে, বরষে—
জলসায় শতেক প্রাণ
ঢাকা শহরের উজল অতীত
আনিবে ভাগ্যবান

৮। পঞ্চাশত্তম জলসা ঢাকা শহরে—
বহু দূর কেন্দ্র হতে—
ঘোষিছে বিজয় আহমদীয়াতের
অদূর ভবিষ্যতে—।

৯। বসুন্ধরার ঐ ধারে ধারে পাতা
আহমদীয়াতের জাল
বিশ্ব-বিজয় অভিযানে জাগিবে
কুচ্‌কাওয়াজের তাল।

১০। ফেরাউনী চোখ রাঙ্গিয়ে দেখিছে,
দরবেশেরা কাতর ভয়ে!
'সবল' সম্মুখে দাড়াবে 'প্রবল'
'হাশরের' হাশর হয়ে।

১১। জলসা অঙ্গণে বেহেস্তের হাওয়া
সুখ শান্তির আবহাওয়া
খেলাফত রচিত জান্নাত যারে
দোয়ার ফোয়ারা পাওয়া!

১২। টলমল দুনিয়া আণবিক প্রলয়ের
ভাবুকেরা অস্থির
মাহদীর দুনিয়ার শক্তি, শান্তি
এবাদতে স্থির, ধীর!

১৩। মাহদীর আহ্বানে আহুত সভায়
বিশ্ব-শান্তির বাণী
'শোন সুধীগণ আসমানী কথা'—
হও আরও অধিক জ্ঞানী।

—চৌধুরী আবদুল মতিন।

সংবাদ :

'মসীহ মউওদ দিউস' উদ্‌যাপিত

২৩শে মার্চ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কুরআন, হাদীস ও সকল ধর্মগ্রন্থের সুবিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আজ হইতে ৮৯ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত দশ শর্তের উপর বয়েত গ্রহণের মাধ্যমে ঐশী পরিকল্পনায় সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের মহান উদ্দেশ্য আহমদীয়া জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশেও বিভিন্ন জামাতে এই পবিত্র দিনটি উদযাপিত হয়। এতদউপলক্ষে ঢাকায় বিগত ২৬শে মার্চ শোজ রবিবার বিকাল ৫টা হইতে রাত ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত দারুত তবলীগ স্থিত বিশাল মসজিদে স্থানীয় জামাতের আমীর মোহতারম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও ইজতেমায়ী দোওয়া এবং নযম পাঠের পর হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) এর মহান ব্যক্তিত্ব, অবদান, সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর উপর জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব মাজহারুল হক, মোঃ মোস্তফা আলী, মোঃ আহমদ সাদেক মহমুদ, মোঃ খলিলুর রহমান, শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মকবুল আহমদ খান সাহেব। সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার পর উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। (আহমদী রিপোর্ট)

ময়মনসিংহে মসীহ্ মওউদ দিবস ঃ

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিগত ২৩ শে মার্চ, বৃহস্পতিবার আঞ্জুমানে আহমদীয়া ময়মনসিংহের উদ্যোগে 'মসীহ্ মাউদ' দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের বাসায় আহমদীয়া জামাতের পরিচিত কার্যক্রমের উপর এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় জামাতের সদস্য ছাড়াও ধানীখোলা জামাতের বিশিষ্ট আহমদী ভ্রাতা ও ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন গন্যমান্য লোক এই প্রদর্শনী দেখেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা থেকে রাত্র প্রায় এগার ঘটিকা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা রাখা হয়। মাগরেব নামাযের পরে অধ্যক্ষ আজহার আলী খান সাহেবের কোরআন তেলাওয়াত ও স্থানীয় জামাতের প্রবীণ বুজুর্গ জনাব আবুল হোসেন সাহেবের দোওয়ার মাধ্যমে

অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অতঃপর জনাব আবুল হোসেন সাহেব ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে আহ্‌মদী জামাত কর্তৃক প্রকাশিত কোরআন শরীফের একাধিক তফসীর, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহমদী পত্র-পত্রিকা ও সুভেনির, আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর পুন্যাত্মা খলিফাগণের ফটো, জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর আফ্রিকা সফরের উপর ভিত্তি করে রচিত পুস্তক ও অন্যান্য বিশিষ্ট বুজুর্গদের ফটো স্থান লাভ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে নমুনা স্বরূপ ৩৩টি পত্র-পত্রিকা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কতৃক বিরচিত বিখ্যাত পুস্তক ইসলামী উসুল কি ফিলসফি পুস্তকের ১০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত প্রতিলিপি এই প্রদর্শনীর বিশেষ প্রশংসনীয় দিক হিসাবে উপস্থিত সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আলোচনার শুরুতে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জকীউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব উপস্থিত সকলকে স্বাগত অভিবাদন জানান। অতঃপর, মসীহ্ মওউদ দিবসের তাৎপর্য্যের উপর অধ্যাপক আমীর হোসেন ও আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। সভাশেষে উপস্থিত সকলকে চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

(সংবাদদাতা)

ময়মনসিংহে সালানা জলসা

আল্লাহ্‌তালার খাছ রহমতে বিগত ১৯-৩-৭৮ তারিখ রোজ রবিবার ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল নয়টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত দুইটি পৃথক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত এই জলসায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন সর্ব জনাব এস. এ, নিজামী, বি, এ, এম এ, সাত্তার, এবায়দুর রহমান ভূঞা, মোঃ আমীর হোসেন, আল্‌হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী, মোঃ খলীলুর রহমান, মৌঃ ছলীমউল্লাহ্, মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব।

আকুয়াস্থ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মসজিদ সংলগ্ন মাঠে আলোক মালায় সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে মূল জলসাগাহ্ তৈরী করা হয়। সামিয়ানার নীচে সারিবদ্ধ চেয়ারের গ্যালারীতে পুরুষ শ্রোতা ও মসজিদের অভ্যন্তরে মহিলা শ্রোতাদের বসার সুব্যবস্থা করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও নজম পাঠের পর স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জকিউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব জলসা উপলক্ষে আগত সকল মেহ্‌মানকে স্বাগত অভিবাদন জানান। অতঃপর ঢাকা থেকে আগত সদর মুরব্বী মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব কতৃক পরিচালিত সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনে সভা-

পতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রবীণ আহ্‌মদী ও ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হোসেন সাহেব। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা থেকে আগত মেহ্‌মান সুসাহিত্যিক জনাব মোস্তফা আলী সাহেব। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ শহরের বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ঢাকা, চট্‌গ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যূন দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা এই জলসায় যোগদান করেন। স্থানীয় জামাতের পক্ষ থেকে অভ্যাগত সকল মেহমানের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। সভাশেষে জনৈক খ্রীষ্টান আহমদীয়াতের বয়েত গ্রহণ করে পবিত্র ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন। সবশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার পরিসমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও ইহার খবর প্রকাশিত হয়।

শোক-সংবাদ ও "যিকরে খাইর সভা"

নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মনসি আব্দুল খালেক সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব নিসার আহ্‌মদ সাহেব বিগত ১৮/৩/৭৮ ইং রাত ৪ টার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গ্যাসট্রিক রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনতেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৪০ বৎসর। মাত্র চার মাস পূর্বে তাহার স্ত্রী ইনতেকাল করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ কন্যা ও ৩ নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার রুহের মাগফেরাত করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধর্যধারণের তওফিক দেন এবং তাহাদের হাফেজ ও নাসের হন। আমীন।

উল্লেখ্য, বিগত ২৪/৩/৭৪ রোজ শুক্রবার বাদ নামায জুমা নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে মরহুমের অকাল মৃত্যুতে এক "যিকরে-খাইর" সভা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মৌলবী আনোয়ার আলী, জনাব মোঃ আহসানুল্লাহ সিকদার, জনাব মোঃ ছালমুল্লাহ, জনাব এ. টি, এম, শফিকুল ইসলাম। সর্বশেষে সভপতি মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। মরহুম ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, স্বল্পভাষী তদোপরী পিতামাতা, জামাতের কর্মকর্তা আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকের একান্ত অনুগত। জামাতের কাজের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। তিনি সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অপরের সেবার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। এবারকার ঢাকার কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুজানিত অভাব আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজ ফজল দ্বারা সত্বিকভাবে পূরণ করুন, আমীন।

সভায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

হুজুর (আইঃ) স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ দোওয়া

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) পায়ের গোছায় আঘাত লাগায় বিগত মাসে অসুস্থ থাকার পর ইনফ্লুয়েঞ্জায়ও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এখন আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তাঁহার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। হুজুরের পূর্ণ আরোগ্য এবং সালামতি ও সাফল্যের সহিত দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি নিয়মিত খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

রাবওয়া মজলিসে শুরায় আমীর সাহেবের যোগদান

রাবওয়ায় আগামী ৩১শে মার্চ ও ১লা এবং ২রা এপ্রিল ১৯৭৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক মজলিস মুশাওয়াতে (পরামর্শ সভায়) যোগদানের জন্য বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব বিগত ২৪শে মার্চ ঢাকা হইতে বিমান যোগে যাত্রা করিয়াছেন। মজলিসে-শুরার সার্বিক সাফল্য এবং মহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

দোওয়ার আবেদন

আমার মানষিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ জানাইতেছি। —মোঃ আবুল খাইর, উথলী আঃ আঃ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুয়ায্‌যিন ও কেয়ারটেকারের কাজের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট জামাতের প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ও সত্যায়ন সহকারে দরখাস্ত প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছেন। দরখাস্তকারী মেট্রিক পাশ এবং অনূর্ধ ৪০ বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত জামাতী কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। উক্ত পদে বেতন ২০০ টাকা দেওয়া হইবে এবং তাহার একা থাকার ব্যবস্থা থাকিবে। জামাতি কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদেরকে উক্ত খেদমতের জন্য যথা শীঘ্র আগাইয়া আসার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে।

নায়েব জেনারেল সেক্রেটারী
চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, চকবাজার, চট্টগ্রাম

জেড, এ, ভুট্টোর ফাসি—লাহোর হাইকোর্টের রায়

১৮ই মার্চ, লাহোর হাইকোর্ট রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদানের দায়ে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অপর ৪ ব্যক্তিকে ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন।

আদালত ১৯৭৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান পার্লামেন্ট সদস্য এবং ভুট্টোর কঠোর সমালোচক ন্যাপ নেতা আহমদ কাসুরীকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার পিতাকে হত্যার দায়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অপর ৪ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

আদালত উহার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার জন্য ৭ দিনের সময় মঞ্জুর করেন। ভুট্টো-পত্নী বেগম নুসরত ভুট্টো ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহার স্বামী সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবেন। ফাঁসির হুকুম ছাড়ও সর্বমোট ৭টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভুট্টোকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মামলায় অপর ৪ জন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও ১২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হইলে তাহাদেরকে এসব দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আদালতের ৪১০ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় ভুট্টো ও অপর ৪ ব্যক্তির উপস্থিতিতে লাহোর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মোস্তাক হোসেন পাঠ করিয়া শুনান। ৯জন বিচারক সর্বসম্মতভাবে এই রায় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, অপর একটি বিশেষ আদালতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে ২টি মামলার বিচার চলিতেছে। (এ, পি, পি,)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জন্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্বর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar